নিজ অর্থে পদ্মা সেতুঃ একটি স্বপ্নের বাস্তবায়ন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

নিজ অর্থে পদ্মা সেতু: একটি স্বপ্নের বাস্তবায়ন*

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন

অনন্য অর্জন: অভিনন্দন বাংলাদেশ

২৫ জুন ২০২২ বাংলাদেশের নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত পদ্মা সেতুর উদ্বোধন। মানুষ যে তার স্বপ্নের বাস্তবায়ন করতে পারে—সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে পৃথিবীর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ খরস্রোতা পদ্মা নদীর উপর ৬ দশমিক ১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সেটি বাংলাদেশ হাতেকলমে আবারও প্রমাণ করে দিয়েছে—যেমনটি বাংলাদেশ আরেকবার করেছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর মহান মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে। জন-আকাঙ্ক্ষাকে শ্রদ্ধা ও জনসমর্থনকে ভিত্তি করে নেতৃত্বের দৃঢ়তা, স্বকীয়তা ও দূরদর্শিতায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধের মূর্ত প্রতীক হচ্ছে পদ্মা সেতুর দৃশ্যমান বাস্তবতা।

বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণের স্বপ্ন প্রতিষ্ঠায় বর্তমান সরকারের বাংলাদেশের সংবিধানের ১৬ এবং ১৯ (২) নং অনুচ্ছেদের আলোকে রাষ্ট্রে বিদ্যমান নগর-পল্লী জীবনমানের বৈষম্য মোচন, কৃষি ও শিল্পের

---

* এই নিবন্ধের উল্লেখযোগ্য অংশ নেওয়া হয়েছে অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত-এর 'নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু: জাতীয় ঐক্য সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সুযোগ' শীর্ষক গবেষণাপ্রবন্ধ, ২০১২, প্রকাশক বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি; এবং 'নিজস্ব অর্থয়ানে পদ্মা সেতু জাতীয় ঐক্য সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সুযোগ: ২০১২ সালে গবেষণায় প্রমাণিত—২০২১ সালে দৃশ্যমান বাস্তবতা" শীর্ষক গবেষণাগ্রন্থ (২০২১, দ্বিতীয় প্রকাশ), প্রকাশক বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা থেকে।

বিকাশ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে আমূল গ্রামোন্নয়ন এবং আন্তঃমানব অসাম্য বিলোপ, সুষম বণ্টন এবং দেশের সর্বত্র উন্নয়নের সমতা অর্জনের সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা ও প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন হচ্ছে বিশ্বব্যাংকের অশোভন আচরণের প্রতিবাদ ও আমাদের অসীম সক্ষমতার স্মারক—পদ্মা সেতু।

'নিজস্ব অর্থে পদ্মা সেতু' নির্মাণকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার অনন্য অর্জনের জন্য সেতু উদ্বোধনের এই মাহেন্দ্রক্ষণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাহস ও প্রজ্ঞায় লালিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি জানাচ্ছে গভীর কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন—বাংলাদেশকে আরও একবার বিজয়ের আনন্দ এনে দেওয়ায়।

মুক্তিসম এই আনন্দের মুহূর্তে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি গভীর কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জানায়—কিংবদন্তি প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক ড. জামিলুর রেজা চৌধুরীসহ এই সেতু নির্মাণে নিয়োজিত হাজারো দেশি-বিদেশি ও স্থানীয় শ্রমিক-কর্মচারী-কর্মকর্তাকে। অভিনন্দন জানায়—নিজস্ব অর্থে পদ্মায় সেতু নির্মাণে সাহস জোগাতে যেসব শিশু টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে সেতুর তহবিলে অর্থ দিয়েছিল—তাদের।

অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানায়—অধ্যাপক ড. আবুল বারকাতকে। কারণ—এ দেশে নিজস্ব অর্থে পদ্মা সেতু নির্মাণ যে সম্ভব—এ কথা বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির প্লাটফর্মে তিনিই প্রথম ১৯ জুলাই ২০১২—নৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রায়োগিক যুক্তি দিয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণপূর্বক উত্থাপন করেছিলেন। জাতীয় উন্নয়নে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে পারার জন্য বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি গর্বিত। অভিনন্দন রইল—সেইসব গবেষক-প্রযুক্তিবিদ-অর্থনীতিবিদ-প্রকৌশলী-রাজনীতিবিদ ও সর্বস্তরের মানুষকে—যারা স্রোতের প্রতিকূলে দাঁড়িয়ে দৃঢ়কণ্ঠে বলেছিলেন—নিজস্ব অর্থ-মেধা-বুদ্ধি খাটিয়ে প্রমত্তা পদ্মার বুকে সেতু নির্মাণ সম্ভব।

ফিরে দেখা

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকারের ২০০৯-১৩ শাসনামলের কিছু কার্যক্রম বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এডিবিসহ অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থার পছন্দ হয়নি। পছন্দ হয়নি এ কারণেও যে তাদের কাজই হলো তাদের তাবেদার দেশকে ঋণের জালে চির আবদ্ধ রাখা, যেখানে ঋণ ফেরত নেওয়ার চেয়ে আরো বেশি ঋণ দেওয়া থেকে শুরু করে আরো অনেক কিছুই অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যে কারণে পরবর্তী সময়ে ২০১৪ সালের জাতীয় নির্বাচনে জয়ী হয়ে আওয়ামী লীগ আবারও সরকার গঠন করুক, সেটা বিশ্বব্যাংকসহ তাদের দেশি-বিদেশি দোসররা চায়নি। নানা কারণে তারা চেয়েছিল 'সরকার পরিবর্তন' (রেজিম চেঞ্জ)। আর সে কারণেই ২০১২ সালের ২৯ জুন 'পদ্মা সেতুকেন্দ্রিক দুর্নীতির অকাট্য প্রমাণ আছে"—এ কথা বিশ্বব্যাংকের; আর এর ভিত্তিতেই বিশ্বব্যাংক ২৯ জুন ২০১২ তে প্রতিশ্রুত পদ্মা সেতু ঋণচুক্তি বাতিল করে। পদ্মা সেতুর ঋণ চুক্তি বাতিল করে বিশ্বব্যাংক তার আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে যা-কিছু লিখেছিল, তা যে গভীর উদ্দেশ্যপ্রণোদিত—সেটি সেদিনের বিশ্বব্যাংকের প্রকাশিত বিবৃতিতেই স্পষ্ট—কী বলেছিল বিশ্বব্যাংক আপনারা নিজেই দেখুন (চিত্র ১)—

THE WORLD BANK

Working for a World Free of Poverty

NEWS RELEASE

পদ্মা সেতু বিষয়ে বিশ্ব ব্যাংকের বিবৃতি

ওয়াশিংটন, ২৯ জুন, ২০১২- পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের ব্যাপারে বাংলাদেশের সরকারী কর্মকর্তা, এসএনসি লাভালিনের কর্মকর্তা এবং বেসরকারী পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উচ্চ পর্যায়ের দুর্নীতির ষড়যন্ত্র সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্য তথ্য-প্রমাণ বিশ্ব ব্যাংকের কাছে রয়েছে যা বিভিন্ন সূত্রে দৃঢ়ভাবে প্রমান হয়েছে।

বিশ্ব ব্যাংক ২০১১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এবং ২০১২ সালের এপ্রিল মাসে প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যানের কাছে দুটি তদন্তের তথ্য প্রমাণ প্রদান করেছে। আমরা বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষকে বিষয়টির পূর্ণ তদন্ত করতে এবং যথাযথ বিবেচিত হলে দুর্নীতির জন্য দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি দেয়ার আহ্বান জানিয়েছিলাম। আমরা আশা করেছিলাম যে সরকার বিষয়টিতে যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করবে।

কানাডায় যেখানে এসএনসি লাভালিনের সদরদফতর অবস্থিত সেখানে বিশ্ব ব্যাংকের রেফারেলের ভিত্তিতে ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিসেস কয়েকটি তল্লাসি পরোয়ানা (সার্চ ওয়ারেন্ট) তামিল করে এবং এক বছর ব্যাপী তদন্ত চালিয়ে পদ্মা সেতু প্রকল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দুজন সাবেক এসএনসি লাভালিনের কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ দাখিল করেছে। তদন্ত ও বিচার কাজ অব্যাহত রয়েছে। আদালতে পেশকৃত তথ্য এই ঘটনার গুরুত্ব তুলে ধরেছে।

তাস্বত্বেও, বাংলাদেশ তথা এ অঞ্চলের উন্নয়নের ক্ষেত্রে পদ্মা সেতুর ভূমিকা বিবেচনা করে আমরা বিকল্প উপায় তথা টার্ন-কি পন্থায় প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রস্তাব দিয়েছিলাম এই বিবেচনায় যে সরকার আমাদের দ্বারা উন্মোচিত উচ্চ পর্যায়ের দুর্নীতির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিবে। সুশাসন ও উন্নয়নের প্রতি এসব হুমকির ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহনে জোর না দেওয়া বিশ্বব্যাংকের জন্য দায়িত্বহীনতার পরিচয় হবে।

বিকল্প টার্ন-কি পন্থায় অগ্রসর হওয়ার জন্য আমরা নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ প্রস্তাব করেছিলাম: (১) যেসব সরকারী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে, তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের ছুটি প্রদান, (২) এই অভিযোগ তদন্তের জন্য দুদকের অধীনে একটি বিশেষ তদন্ত দল নিয়োগ, এবং (৩) আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত বিশ্ব ব্যাংকের নিয়োগকৃত একটি প্যানেলের কাছে তদন্ত সংশ্লিষ্ট সকল তথ্যের পূর্ণ ও পর্যাপ্ত প্রবেশাধিকারে সরকারের সম্মতি প্রদান যাতে এই প্যানেল তদন্তের অগ্রগতি, ব্যাপকতা ও সুষ্ঠুতার ব্যাপারে উন্নয়ন সহযোগীদের নির্দেশনা দিতে পারে। আমরা সরকার ও দুদকের সাথে ব্যাপক ভাবে কাজ করেছি এটি নিশ্চিত করতে যে অনুরোধকৃত সকল পদক্ষেপ সম্পূর্নভাবে বাংলাদেশের নিজস্ব আইন ও বিধি-বিধানের আওতায় থাকে।

চিত্র ১: ২০১২ সালের ২৯ জুন পদ্মা সেতু ঋণচুক্তি বাতিল করে বিশ্বব্যাংকের বিবৃতি

যা পাশ্চাত্যনিয়ন্ত্রিত সাম্রাজ্যবাদী প্রোপাগান্ডা মিডিয়া বিশ্বব্যাংকের অবস্থানকে ফলাওভাবে উপস্থাপন করে। নিউইয়র্ক টাইমস, ওয়াশিংটন পোস্ট, বিবিসি, সিএনএন, আল-জাজিরা, রয়টার্স, এপি থেকে শুরু করে বিশ্বের সব পত্রপত্রিকা ও গণমাধ্যম বাংলাদেশকে লাল শিরোনামে অকার্যকর এক রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্ববাসীর সামনে হাজির করে।

দৃশ্যপটে 'বোদ্ধা সমাজ'

২০১২-এর ২৯ জুন তারিখে বিশ্বব্যাংক কর্তৃক পূর্বপ্রতিশ্রুত পদ্মা সেতুর ঋণ চুক্তি বাতিলের ঘোষণার সাথে সাথে স্বরূপ উন্মোচিত হতে থাকে মিডিয়াসৃষ্ট একশ্রেণির 'বুদ্ধিজীবীর', যারা নিজেদের 'সামাজিকভাবে মর্যাদাবান' মনে করেন এবং যাদের ভেতরটা সম্পর্কে অথবা মতাদর্শ সম্পর্কে দেশের মানুষ খুব একটা অবগত নন। এবং এরপরেই দৃশ্যমান মূল খেলা শুরু—অন্তত মিডিয়াতে। বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে নয়, বাংলাদেশের নিজস্ব অর্থায়নেই যে পদ্মা সেতু নির্মাণ সম্ভব—তা 'সামাজিক মর্যাদার দাবিদার' অর্থনীতিবিদ, সমাজবিদ, রাষ্ট্রচিন্তক, রাজনীতিবিদদের অধিকাংশই তখন সমর্থন করেননি। তাদের মূল কথা ছিল—বিশ্বব্যাংকের অর্থায়ন ছাড়া পদ্মা সেতু নির্মাণ অসম্ভব। নিজের অর্থে যে আমরা পদ্মা সেতু নির্মাণ করতে সক্ষম, তা নিয়ে তারা শুধু সন্দেহ-সংশয়-বিদ্রুপ প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হননি—তাঁরা রীতিমতো এর বিরোধিতা করেছিলেন—সত্যিকার অর্থে তা ছিল হিংস্র বিরোধিতা। অর্থনীতি, অর্থায়ন, প্রকৌশল, প্রযুক্তি, সক্ষমতাসংশ্লিষ্ট জটিল সব বিষয় উত্থাপন করে এরা জনগণকে বিভ্রান্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা করেন (দেখুন, চিত্র ২)। ২০১২ সালে ১৯ জুলাইয়ের পরে এ দেশের সুশীল সমাজের বেশির ভাগ চিন্তকই খুব জোর দিয়েই বলতেন ডা. বারকাতের "নিজ অর্থে পদ্মা সেতু" গবেষণা (দেখুন, চিত্র ৩) এক কল্পকাহিনী মাত্র।

তিন অর্থনীতিবিদের প্রতিক্রিয়া

পদ্মা সেতুর ঋণচুক্তি বাতিলে ক্ষতিগ্রস্ত হলো জনগণ

নিজস্ব প্রতিবেদক

আকবর আলি খান | মির্জ্জা আজিজুল | বিনায়ক সেন

পদ্মা সেতু প্রকল্প ■ দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি

বাতিল করা চুক্তি পুনর্বহালের উদাহরণ বিশ্বে অবশ্যই আছে। তবে সে ক্ষেত্রে আমাদের এমন কিছু পদক্ষেপে যেতে হবে, যা বিদেশি সাহায্যের সঠিক ও সুষ্ঠু ব্যবহারের কিছু বাড়তি রক্ষাকবচ সৃষ্টি করবে

পদ্মা সেতুর বিষয়ে সরকারকে বিএনপির পরামর্শ

দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে চুক্তি পুনরুজ্জীবিত করুন

নিজস্ব প্রতিবেদক

পদ্মা সেতু নির্মাণের জন্য বিকল্প অর্থের সন্ধান না করে দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে ঋণচুক্তি পুনরুজ্জীবিত করতে সরকারকে পরামর্শ দিয়েছে বিএনপি।

গতকাল সোমবার বিকেলে এক সম্মেলনে বিএনপির পক্ষ থেকে এ পরামর্শ দেওয়া হয়। বিএনপি মনে করে, এই ঋণচুক্তি বাতিলের ঘটনা দেশের অর্থনীতিতে সুদূরপ্রসারী নেতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, পদ্মা সেতুর জন্য বিকল্প অর্থ সংগ্রহের শর্ত বিশ্বব্যাংকের চেয়ে কঠিন হলে বিএনপি মানবে না। তারা ক্ষমতায় গিয়ে সেই চুক্তি বাতিল করবে।

দুর্নীতির অভিযোগে পদ্মা সেতু নির্মাণে বিশ্বব্যাংকের ঋণসহায়তা চুক্তি বাতিলের ঘটনায় আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানাতে বিএনপির চেয়ারপারসনের গুলশান কার্যালয়ে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এতে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য এম কে আনোয়ার।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, পদ্মা সেতুর দুর্নীতির দায় মাথায় নিয়ে সরকারের এখনই ক্ষমতা থেকে সরে যাওয়া উচিত। এই সরকারের দুর্নীতি এখন আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। সরকারের উচ্চপর্যায়ের কয়েক ব্যক্তির উগ্র লালসার শিকার হয়েছে দেশের ১৬ কোটি মানুষের মানমর্যাদা। বিএনপির দাবি, এই দুর্নীতির সঙ্গে সরকারের উচ্চপর্যায়ের সংশ্লিষ্টতা আছে। একই কারণে প্রধানমন্ত্রীর ওয়াদা সত্ত্বেও মন্ত্রী ও আত্মীয়দের সম্পদের হিসাব প্রকাশ করা হচ্ছে না।

বিশেষ সাক্ষাৎকার | ইফতেখারুজ্জামান

বিশ্বব্যাংকের অভিযোগ তদন্তে বিচারিক কমিটি হোক

- 'বিশ্ব ব্যাংক ছাড়া পদ্মা সেতু লাভজনক হবে না' ঢাকা, জুলাই ২৯, ২০১২
- বিশ্ব ব্যাংকের কাছে 'দেন-দরবারের' পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের ১৩ এপ্রিল ২০১২
- বিশ্ব ব্যাংকের বিকল্প খোঁজা 'বোকামি' ১৩ এপ্রিল ২০১২ বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম
- জাতির ওপর কালিমা লেপন হয়েছে: দৈনিক সংগ্রাম, রবিবার ০১ জুলাই ২০১২
- এরপরও বিশ্ব ব্যাংকের সঙ্গে আলোচনা চালানো যায় জুন ৩০ ২০১২
- দাতাদের ছাড়া পদ্মা সেতু নির্মাণ হলে তা দেশের জন্য কখনই ভালো হবে না জুন ৩০ ২০১২
- দুর্নীতি হয়েছে এটা বিশ্বব্যাংক একা বলেনি:জুলাই ১৫, ২০১২
- পদ্মা সেতু : নতুন সরকারের অপেক্ষা জুলাই ১৩, ২০১২
- 'নিজস্ব অর্থায়ন হলেও পদ্মা সেতু গড়া কঠিন: ০১.০২.২০১৩
- জনগণকে চিপড়ায় টাকা বের করে পদ্মা সেতু বানানোর প্লান শ্রী আবুল বারকাতের: ১৯ জুলাই, ২০১২
- পদ্মা সেতু: নিজস্ব অর্থায়ন কী আসলে চমক?: ১৬ জুলাই ২০১২
- পদ্মা সেতু ভারতের হাতে তুলে দেয়ার পাঁয়তারা: ৫ অক্টোবর ২০১২
- উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ থেকে জনগণকে বঞ্চিত করেছে: ২০১২, ২২ সেপ্টেম্বর

দি ইকোনমিস্টের প্রতিবেদন

শুধুই তামাশা নয় এটা অন্য এক কৌশলের শুরু!

প্রথম আলো ডেস্ক

বাংলাদেশের রাজনীতিতে হঠাৎ করে উদ্ভট একটা ব্যাপার ঘটে গেছে। এর ভিত্তিতে পর্যবেক্ষকেরা এখন এ কথা ভাবতে প্রলুব্ধ হচ্ছেন যে বাংলাদেশের রাজনীতির একটি মৌলিক নীতি আর খুব বেশি দিন কাজে আসবে না। সেই নীতিটি হলো, আওয়ামী লীগ সব সময় নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারতে সিদ্ধহস্ত। এ ধারণা অনেক দিন অক্ষতই ছিল।

চিত্র ২: ২০১২ সালে বোদ্ধা সমাজের অতিকথন

জনমানসে পদ্মা সেতু

বিশ্বব্যাংকের কোনো ঋণ ও খবরদারি ছাড়া দেশের অর্থ-সম্পদে পদ্মা সেতু—স্বদেশ-উত্থিত উন্নয়ন চিন্তা দেশে ব্যাপক জনসম্মতি পেয়েছিল। আর ২০১১-১২ সালের দিকে এই জনসম্মতি-জনমতের দৃশ্যমান প্রতিফলন ঘটেছিল, যখন নিজস্ব অর্থে পদ্মা সেতু বিনির্মাণের প্রশ্ন হাজির হলো। সে কারণেই 'নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু বিনির্মাণ' প্রসঙ্গ এলে প্রথমেই নিঃসকোচ-নিঃশর্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে এ দেশের সাধারণ মানুষের কাছে। দেশের আপামর সাধারণ মানুষ মস্তকাবনত কৃতজ্ঞতার দাবিদার—একই সাথে দুই কারণে। প্রথমত, তারা নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু বিনির্মাণে পূর্ণ সম্মতি দিয়েছিল এবং একই সাথে 'পদ্মা সেতু স্বেচ্ছা অনুদান সহায়তা' ফান্ডে ব্যক্তিগত অনুদান দেওয়া শুরু করেছিল। দ্বিতীয়ত, তারা জনগণের উন্নয়নে সাম্রাজ্যবাদী জুলুমবাজি এজেন্ট—বিশ্বব্যাংকসহ অনুরূপ সকল দাতা সংস্থাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

পদ্মা সেতু, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি এবং একজন ড. আবুল বারকাত

বিশ্বব্যাংক কর্তৃক পদ্মা সেতুর ঋণ চুক্তি বাতিল ও বাংলাদেশের তীব্র ভাবমূর্তি সংকটের জটিল এক পরিস্থিতিতে 'নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু: জাতীয় ঐক্য সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সুযোগ' শীর্ষক গভীর গবেষণালব্ধ ও সৃজনশীল এক লিখিত দলিল নিয়ে জাতির সামনে হাজির হলেন বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সভাপতি ও গণমানুষের অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি সামগ্রিকভাবে প্রতিকূল এক জটিল অবস্থার মধ্যে কালক্ষেপণ না করে ১৯ জুলাই ২০১২ 'নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু: জাতীয় ঐক্য সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সুযোগ' শীর্ষক জাতীয় ওই সেমিনার আয়োজন করে (দেখুন, চিত্র ৫)।

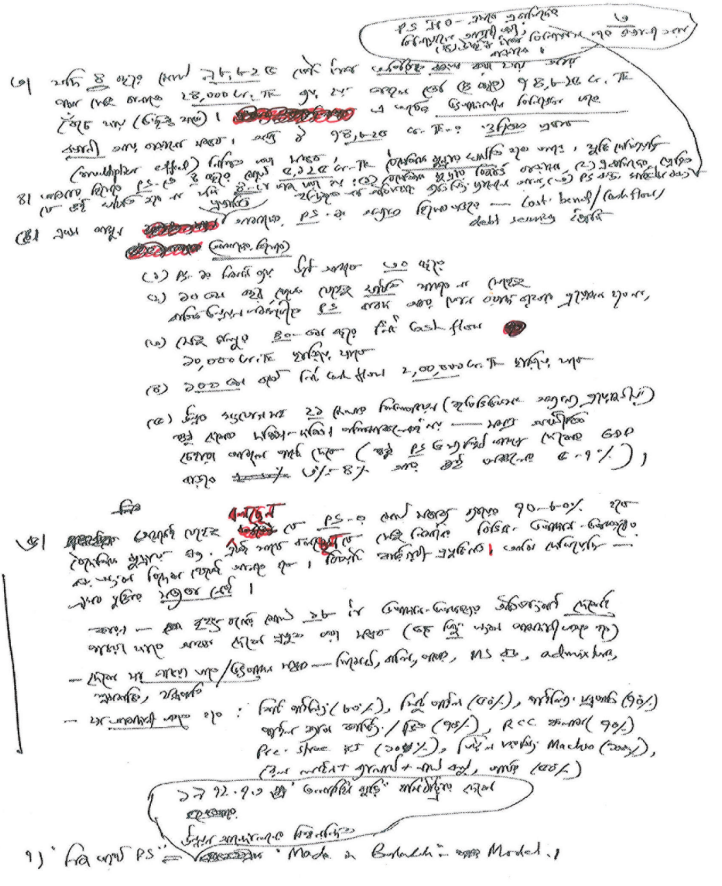

চিত্র ৩: "নিজ অর্থে পদ্মা সেতু" বিষয়ে ড. বারকাতের হাতে লেখা খসড়া

নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু: জাতীয় ঐক্য সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সুযোগ

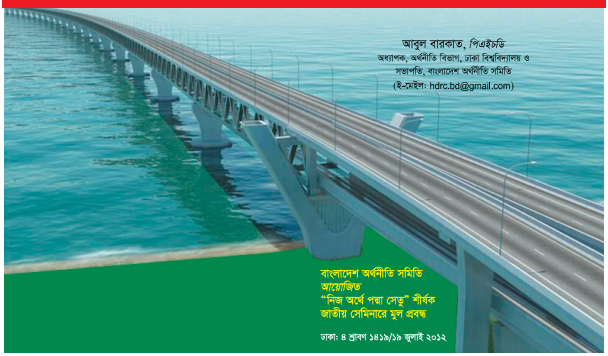

চিত্র ৪: "নিজ অর্থে পদ্মা সেতু" শীর্ষক গবেষণা প্রবন্ধের প্রচ্ছদ

চিত্র ৫: ২০১২ সালে ১৯ জুলাই জাতীয় সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত। সভাপতিত্ব করছেন ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন (ডানে উপবিষ্ট)

চিত্র ৬: ২০১২ সালের ২০ জুলাই পত্রপত্রিকায় জাতীয় সেমিনার বিষয়ে প্রকাশিত সংবাদ

নিজ অর্থে পদ্মা সেতু: চিন্তক আবুল বারকাত

বিশ্বব্যাপী ভাবমূর্তি সংকট, দেশীয় গোষ্ঠীর অপতৎরতা, রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু করার মহৎ ইচ্ছা প্রকাশের প্রেক্ষাপটে ৪ শ্রাবণ ১৪১৯/১৯ জুলাই ২০১২-এ অধ্যাপক ড. আবুল বারকাতের উপস্থাপিত ওই গবেষণার বিষয়ে ড. আবুল বারকাত-এর নিজের হাতে লেখা এ-সংক্রান্ত এক খসড়ায় দেখা যায়—তাঁর ভাষায়, *"আমার এসব কাজ মোটামুটি শেষ হলো ২০১২ সালের জুন মাসের দিকে (যতটুকু মনে পড়ে ২৯ জুনের আগে, যখন বিশ্বব্যাংক ঋণচুক্তি বাতিল করল)। সংশ্লিষ্টকালীন বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি জানতো যে আমি এ নিয়ে গবেষণাকাজ করছি। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটি সিদ্ধান্ত নিল যে, তারা ২০১২/১৯ জুলাই 'নিজ অর্থে পদ্মা সেতু' শিরোনামে একটি জাতীয় সেমিনার আয়োজন করবে, যেখানে আমি 'নিজ অর্থে পদ্মা সেতু জাতীয় ঐক্য সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সুযোগ' শিরোনামে ৩১ পৃষ্ঠার গবেষণাপ্রবন্ধ জাতির সামনে উপস্থাপন করবো। সেটাই করা হলো। আমরা যখন এই প্রস্তাব সামনে আনছি, তখন কিন্তু মোটামুটি সবাই নিজস্ব অর্থে পদ্মা সেতু করার প্রস্তাবনার বিরুদ্ধে। আগের দিন পত্রপত্রিকা লিখল 'দেশীয় অর্থে পদ্মা সেতু নির্মাণের রূপরেখা দেবে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি'। আর পরের দিন প্রায় সব দৈনিক পত্রিকা ও টিভি চ্যানেল আমাদের প্রস্তাবসম্বলিত নিউজ করল।"*(দেখুন, চিত্র ৩, ৪, ৫, ৬)।

অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত-এর ওই গবেষণা দলিলের শুরুতে "সারকথা" শিরোনামে কী বলা হয়েছিল, তা জাতির অবগতির জন্য হুবহু উপস্থাপন করা হলো:

> *"সারকথা: পদ্মা সেতু নির্মাণ বিষয়টি এখন আর কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের দাবির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই– তা রূপান্তরিত হয়েছে গণ-আকাঙ্ক্ষায়। বিশ্বব্যাংক কর্তৃক পদ্মা সেতুর ঋণচুক্তি*

বাতিল অনৈতিক ও মহা অন্যায়; তবে তা বাংলাদেশের জন্য এক মহা আশীর্বাদ (blessing in disguise)। ১৯৭২-৭৩ এর বাংলাদেশ অর্থনীতি আর ২০১২-র অর্থনীতি এক কথা নয়। এখন আমাদের অর্থনীতি অনেক গুণ বেশি শক্তিশালী; জনগণ অনেকগুণ বেশি আত্মশক্তি-আত্মমর্যাদাসম্পন্ন। পদ্মা সেতু নির্মাণে জনগণ এখন অনেকগুণ বেশি ত্যাগ স্বীকারে সর্বাত্মক প্রস্তুত—জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি ও তা সুসংহতকরণের এখনই শ্রেষ্ঠ সময়। যেহেতু আগামী ৪ বছরে পদ্মা সেতু নির্মাণ ব্যয় হবে আনুমানিক ২৪,০০০ কোটি টাকা আর ঠিক একই সময়ে ১৪টি বিভিন্ন উৎস থেকে সম্ভাব্য অর্থ সংস্থান হতে পারে ৯৮,৮২৫ কোটি টাকা সেহেতু পদ্মা সেতুর নির্মাণ কাজ পরিকল্পিতভাবে এ মুহূর্তেই শুরু করা সম্ভব। অর্থ সংস্থানের ক্ষেত্রে বিশেষ জোর দিতে হবে সুদবিহীন উৎসসমূহে—যেসব উৎস থেকে সম্ভাব্য আহরণ হতে পারে মোট ৪৯,১৫০ কোটি টাকা অর্থাৎ ২টি পদ্মা সেতু নির্মাণ ব্যয়ের সমপরিমাণ অর্থ। সেই সাথে জোর দিতে হবে নিজস্ব অর্থায়নের বৈদেশিক মুদ্রা আহরণসংশ্লিষ্ট খাতসমূহে; এ ক্ষেত্রে করণীয় হবে নিম্নরূপ: বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি করা; প্রবাসীদের প্রেরিত হুন্ডিকৃত অর্থ উত্তরোত্তর অধিক হারে ব্যাংকিং চ্যানেলে আনা; পদ্মা সেতু বন্ড (৮ থেকে ৩০ বছর মেয়াদী), সার্বভৌম বন্ড ও পদ্মা সেতু আইপিওতে প্রবাসী-বিদেশীদের বিনিয়োগে আগ্রহী করা; টাকার অঙ্কের উদ্বৃত্ত অর্থ (৪ বছরে মোট ৭৪,২২৫ কোটি টাকা) উৎপাদনশীল বিনিয়োগ করে রপ্তানী আয় বৃদ্ধি করা; অর্থনৈতিক কূটনীতির ফলপ্রদতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উন্নয়ন সহযোগীসহ বিদেশের বিনিয়োগকারীদের থেকে সহজ শর্তে স্বল্প সুদের দীর্ঘমেয়াদী ঋণ সংগ্রহ করা এবং ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানপর্যায়ে অনুদান সংগ্রহ করা। করণীয় বিষয়াদির মধ্যে গুরুত্বসহ বিবেচনা করতে হবে: (১) ৩টি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন

কমিটি গঠন—সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ও বাস্তবায়ন সমন্বয়কারী কমিটি হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে পদ্মা সেতু ইন্টিগ্রিটি কমিটি, আর সাথে থাকবে অর্থায়ন-অর্থসংস্থান কমিটি এবং কারিগরী-প্রযুক্তি কমিটি, (২) 'পদ্মা সেতু পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী' গঠন করে তার মাধ্যমে বাজারে আইপিও ছাড়া, (৩) পদ্মা সেতুসহ বৃহৎ অবকাঠামোর জন্য নির্মাণসামগ্রী (যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ, কাঁচামাল) উৎপাদননিমিত্ত শিল্প স্থাপনে পদক্ষেপ নেয়া, (৪) সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের (দেশে-বিদেশে অবস্থানরত) হালনাগাদ তালিকা প্রণয়ন ও সংরক্ষণসহ জরুরী ভিত্তিতে এবং নিয়মিত তাদের পরামর্শ গ্রহণের জন্য জীবন্ত-রিয়েল টাইম ওয়েবসাইট চালু রাখা, (৫) পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে 'Friends of Padma Bridge, Bangladesh' চেতনায় উদ্বুদ্ধ সংগঠন গড়ে তোলা, (৬) গণ-অবহিতকরণ কার্যক্রমসহ সংশ্লিষ্ট প্রচারব্যবস্থা শক্তিশালী করা। পদ্মা সেতু নির্মাণের ৩০ বছরের মধ্যেই নির্মাণ ব্যয় উঠে আসবে; ১০তম বছর থেকে যেহেতু ঘাটতি থাকবে, না সেহেতু বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে পদ্মা সেতুর জন্য আর বরাদ্দ রাখার প্রয়োজন হবে না; সেতু চালু হবার ৪০তম বছরে নিট ক্যাশ ফ্লো ১০,০০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে; আর ১০০তম বর্ষে তা ছাড়িয়ে যাবে ২,০০,০০০ কোটি টাকা; উন্নত কানেক্টিভিটি সমগ্র অর্থনীতির (শুধু দক্ষিণ-দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের নয়) চেহারা আমূল পাল্টে দেবে। সুতরাং নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু বিনির্মাণ—বিষয়টি হতে পারে উন্নয়ন আন্দোলনের (development as movement) বিশ্বনন্দিত 'Made in Bangladesh' মডেল।"

অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত তাঁর ওই গবেষণা দলিলের "ভূমিকা"য় আরো বলেছিলেন—"*আমাদের জাতীয় অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ বৃহৎ*

অবকাঠামো পদ্মা সেতু (নির্মাণ) নিয়ে তর্ক-বিতর্কের সুরাহা এবং বিষয় নিয়ে নির্মোহ বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ উপস্থাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির আয়োজনে আজকের এই জাতীয় সেমিনার। ... বক্তব্যের মূল বিষয়বস্তু: (১) বিশ্বব্যাংক পদ্মা সেতুর জন্য প্রতিশ্রুত ১৯২ কোটি ডলার (অর্থাৎ ১৫,৮০০ কোটি টাকা; যেখানে ১ ডলার = ৮২.৩০ টাকা, ০৯ জুলাই ২০১২-এর হিসেবে)-এর ঋণ চুক্তি বাতিল করেছে—এ বিষয়টি কীভাবে দেখবো? (২) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, নিজ অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ করবেন—তা কতটুকু যৌক্তিক, (৩) পদ্মা সেতুসহ জাতীয় অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ বৃহৎ অবকাঠামো নির্মাণে দেশজ অর্থায়ন উৎস ও উৎসভিত্তিক সম্ভাব্য পরিমাণ কত হতে পারে, (৪) পদ্মা সেতুর সম্ভাব্য আয়-ব্যয়সহ একটি অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ, যার অন্তর্ভুক্ত থাকবে cash flow analysis, cost benefit analysis, debt servicing, এবং (৫) দ্রুত ভিত্তিতে পদ্মা সেতু নির্মাণ-এর লক্ষ্যে সরকারের বিবেচনার জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ।

বিশ্বব্যাংক কর্তৃক পদ্মা সেতু ঋণ চুক্তি বাতিল: জাতির জন্য আশীর্বাদ

"বিশ্বব্যাংক তাদের কথিত দুর্নীতির অভিযোগে পদ্মা সেতুর জন্য প্রতিশ্রুত ঋণ চুক্তি বাতিল করেছে—বিষয়টি আমি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের অর্থনীতি-সমাজ-রাষ্ট্রের জন্য আশীর্বাদ মনে করি। আমি মনে করি এটা blessing in disguise। বিশ্বব্যাংক সম্পর্কে আমাদের কয়েকটি বিষয় মনে রাখা জরুরী: (১) বিশ্বব্যাংক নেহায়েত এক আর্থিক প্রতিষ্ঠান নয়, বিশ্বব্যাংক গভীর স্বার্থসংশ্লিষ্ট এক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, (২) বিশ্বব্যাংকসহ আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)-এর ঋণ নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে এমন দেশের তেমন কোনো নজির নেই, (৩) বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল সন্দেহতীতভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ উত্তর গোলার্ধের ধনী দেশসমূহের (সাম্রাজ্যবাদের) স্বার্থরক্ষাকারী একনিষ্ঠ সেবক সংস্থা, (৪) একমেরুর বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায় পৃথিবীর ৩টি সম্পদের ওপর একচ্ছত্র মালিকানা

ও নিয়ন্ত্রণ: জ্বালানী উৎস (energy sources), পানি সম্পদ (water resources), এবং মহাকাশ (space)। আর এসব সম্পদের ওপর absolute ownership and control নিশ্চিত করার মাধ্যম হিসেবে যেসব সংস্থা সৃষ্টি করা হয়েছে, তারই অন্যতম হলো বিশ্বব্যাংক (World Bank)। বিশ্লেষণ বহিঃআবরণ দিয়ে নয় বিশ্বব্যাংকের প্রকৃত চরিত্র নিরূপণে উল্লিখিত ৪টি বিষয় মাথায় রাখতে হবে।

"বিশ্বব্যাংক কর্তৃক পদ্মা সেতুর ঋণ চুক্তি বাতিল আমাদের জন্য এক মহা আশীর্বাদ। কারণ, তা নিজের পায়ে দাঁড়ানোর কঠিন বাস্তবতার সামনে আমাদের দাঁড় করিয়েছে। আমাদের সরকার পরিচালনাকারী নেতৃত্ব এবং উন্নয়ন নীতিনির্ধারক ও বাস্তবায়নকারীরা সম্ভবত এইই প্রথম এক বড় ধরনের ঝাঁকুনি খেলেন। এ ঝাঁকুনিটা প্রয়োজন ছিল অনেক আগেই—কারণ (১) তাদের 'মানসকাঠামোর দারিদ্র্য' (mind set poverty) অর্থাৎ নতজানু মানসিকতা, ভিক্ষুক মানসিকতা, অন্যায় মুখ বুঁজে সহ্য করার মানসিকতা—এতই প্রকট যে স্ব-উদ্যোগে বড় কিছু করা সম্ভব—এ বিশ্বাস প্রায় হারিয়ে গিয়েছিলো—যদিও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে দীর্ঘ মুক্তি সংগ্রাম পেরিয়ে এক সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা স্বাধীন হয়েছি ৪১ বছরে আগে, (২) আমরা আমলই দিতে চাইনি যে ১৯৭২-১৯৭৩ এর ভঙ্গুর অর্থনীতি আর ২০১২ সালের অর্থনীতি এক কথা নয়; অর্থনীতির ভিত অনেকগুণ শক্ত হয়েছে—এ সত্য বেমালুম অস্বীকার করা হয়েছে।

"বিশ্বব্যাংকের পদ্মা সেতুর ঋণ চুক্তি বাতিল—একদিকে যেমন আমাদের জন্য আশীর্বাদ, আর অন্যদিকে উচ্চকণ্ঠে বলা দরকার যে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন moral ground (নৈতিকতার মানদণ্ড)-এ বিশ্বব্যাংকের উচিত হবে আমাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। বিশ্বব্যাংক জানে বাংলাদেশের জনগণ যথেষ্ট ক্ষমাশীল। 'পদ্মা সেতুকেন্দ্রিক দুর্নীতির অকাট্য প্রমাণ আছে'—এ কথা বিশ্বব্যাংকের; আর এর ভিত্তিতেই বিশ্বব্যাংক প্রতিশ্রুত ঋণচুক্তি বাতিল করেছে। এ বিষয়ে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের জনগণের

সামনে কোনো ধরনের খোলাপত্র-শ্বেতপত্র প্রকাশ করেনি—এ কেমন স্বচ্ছতা? এ কেমন জবাবদিহিতা, যেখানে বাংলাদেশও তো বিশ্বব্যাংকের চাঁদা দেওয়া মালিক। বিশ্বব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট ইসাবেলা আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যা বলেছেন, তাতে তো বর্তমান সরকারের কেউ দুর্নীতি করেছে বলেননি (অবশ্য আবুল হোসেন সাহেবের কোম্পানির একাউন্ট জব্দ করতে বলেছে!) আর বর্তমান সরকারপ্রধান জনাব আবুল হোসেনকে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় থেকে সরিয়ে দিয়েছেন এবং সেইসাথে দুর্নীতি দমন কমিশন পদ্মা সেতুতে দুর্নীতি খুঁজে পায়নি; আবার বর্তমান সরকার ইতোমধ্যে অপেক্ষাকৃত স্বল্প সময়ের মধ্যে পদ্মা সেতুর জন্য জমি অধিগ্রহণের কাজ শেষ করেছে এবং ইতোমধ্যে ১,৫০০ কোটি টাকা ব্যয় করেছে। পত্রিকান্তরে আমরা যতটুকু জানলাম তাতে এমন কি পাওয়া গেল যাতে বিশ্বব্যাংককে ঋণচুক্তি বাতিল করতে হলো। সম্ভবত—এসব প্রকৃত কারণ নয়, উপলক্ষ্যমাত্র। বিষয় অন্যত্র; ভাবতে হবে ভিন্ন কোনোভাবে সম্ভবত বড় পর্দায়।

> *... "বিশ্বব্যাংকের বেশকিছু তুলনামূলক সুবিধে আছে: এ দেশে তাদের দালাল বাহিনী সংখ্যায় কম হলেও তাদের সরব উপস্থিতি সর্বত্র—কি রাষ্ট্রযন্ত্রে, কি সরকারে, কি অর্থনীতিবিদদের মধ্যে, কি টিভি টক শোর পর্দায়! এসব দালালদের ২ বৃহৎ শ্রেণিতে ভাগ করা যায়: প্রথম গ্রুপে আছে তারা, যাদের স্বয়ংক্রিয় দালাল (automatic agent) বলা চলে (অথবা দালাল by default)—এরা হলেন তারা, যারা অন্ধের মতো নয়া উদারবাদী দর্শন (neo-liberal philosophy) আওড়াতে থাকেন। আর দ্বিতীয় গ্রুপে আছেন প্রস্তুতকৃত দালাল (made agent), যারা এখন প্রত্যেক দিনই আমাদের বুদ্ধি-পরামর্শ প্রেসক্রিপশন দিচ্ছেন (পত্রপত্রিকা; টক শো; সরকারি সভা)—বলছেন, তোমরা বিশ্বব্যাংকের সাথে দেনদরবার অব্যাহত রাখো; ওদের*

ছাড়া কিন্তু সেতু হবে না; ওরা না আসলে নির্মাণ ব্যয় বাড়বে; ওদের বাদ দিলে ওরাও অনেক কিছু থেকে তোমাদের বাতিল করবে; ওদের অভিজ্ঞতার বিকল্প নেই; তোমার তো তেমন কিছু নেই; আর একান্তই যদি ওদের ম্যানেজ না করতে পারো সেক্ষেত্রে কূটনীতি জোরদার করে যুক্তরাষ্ট্রের মাধ্যমে জাপানের কাছে ধরনা দাও, ইত্যাদি। উল্লিখিত দুই শ্রেণীর দালালদের বিশ্বাসে ঐক্য আছে—আর তা হলো 'দেশের মাটি-উত্থিত উন্নয়ন'-এ অবিশ্বাস, বাজার গোঁড়ামিতে বিশ্বাস। উল্লিখিত দু শ্রেণীর দালালদের উদ্দেশ্য একই—দেশের স্বার্থ যেখানেই যাক দালালি অব্যাহত রাখা, দালালির প্রশ্নে 'আপোষহীন' থাকা। উভয় গোষ্ঠীর দালালরাই মনে মনে খুব খুশি যে এবার বিশ্বব্যাংক শেখ হাসিনার সরকারকে বিপদে ফেলেছে—বুঝুক সরকার কত ধানে কত চাল; ক্ষমতায় আসুক তাদের প্রিয়/পছন্দের দল অথবা অন্য কেউ।

"বিশ্বব্যাংক পদ্মা সেতুর ঋণচুক্তি বাতিল করেছে ২৯ জুন ২০১২। আমার জানামতে, পদ্মা সেতু নির্মাণের ঋণচুক্তি সম্পাদনের জন্য বাংলাদেশ সরকার আমন্ত্রণ জানানোর আগেই বিশ্বব্যাংক স্ব-প্রণোদিত হয়ে এগিয়ে আসে। আর ঋণ ছাড় করার আগে ঋণচুক্তি বাতিলের নজির নেই। এ প্রক্রিয়ায় চুক্তি সম্পাদন থেকে বাতিল পর্যন্ত বিশ্বব্যাংক ১৮ মাস সময় ক্ষেপণ করলো। ফলে একদিকে সেতু থেকে আয় (মূলত যানবাহন চলাচলে টোল আদায়) ১৮ মাস পিছিয়ে গেলো আর অন্যদিকে সময়-প্রলম্বিত হবার কারণে সেতু নির্মাণের ব্যয়ও বাড়লো। পদ্মা সেতু থেকে যানবাহনের টোল বাবদ দৈনিক আয় হবার কথা ১ কোটি ৭ লাখ ৯৯ হাজার টাকা (দেখুন সারণি ৩)। অর্থাৎ বিশ্বব্যাংক যে ১৮ মাস সময় ক্ষেপণ করলো ঐ ১৮ মাসে মোট টোল আদায় হতে পারতো ৫৮৩ কোটি ৯৪ লাখ টাকা। আমার মতে, বিশ্বব্যাংকের কারণে যে ৫৮৩ কোটি ৯৪ লাখ টাকার সমপরিমাণ ক্ষতি হলো তা বিশ্বব্যাংকের কাছে

চাওয়া ন্যায়সঙ্গত। সেই সাথে ১৮ মাস বিলম্বের কারণে যে পরিমাণ নির্মাণ ব্যয় বাড়বে সেটিও ক্ষতিপূরণ হিসেবে চাওয়া উচিত। ক্ষতি আরো হয়েছে, যে ক্ষতির হিসেব করা সহজ নয়, যেমন 'আমাদের হাত ছিল না এমন কারণে ইমেজ (ভাবমূর্তি) সংকট সৃষ্টি'—এ ক্ষতির ক্ষতিপূরণও বিশ্বব্যাংকের কাছে চাওয়া যুক্তিসঙ্গত।"

চিরাচরিতভাবে শুধু মাঠ গরম করার উদ্দেশ্যে 'সারকথা' ও 'ভূমিকা' উপস্থাপন করেই অর্থনীতি সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত জাতির প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা প্রকাশ করেননি। তিনি বাংলাদেশের নিজস্ব অর্থ দিয়ে বিশাল-বিস্তৃত পদ্মা সেতু নির্মাণের ইট-বালু-পাথর-লোহাসহ যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয় হাজির করেন ওই সেমিনারে। তিনি চুলচেরা হিসাব করে দেখিয়ে দেন—কোথা থেকে টাকা আসবে—কোথায় কোন খাতে কত খরচ করতে হবে, কীভাবে টাকা উঠে আসবে (দেখুন, সারণি ১, ২, ৩ ও ছক ১)। ২০১২ সালের ১৯ জুলাইয়ের ওই সেমিনারে তিনি এও বলেন যে, একটি-দুটি নয় চার-চারটি পদ্মা সেতু নির্মাণের খরচ বাংলাদেশ চাইলেই সংস্থান করতে পারে—তাই ঋণ করে ঘি খাওয়ার মতো করে বিশ্বব্যাংকের দ্বারস্থ হওয়ার কোনোই দরকার নেই।

সারণি ১: পদ্মা সেতুসহ অন্যান্য বৃহৎ অবকাঠামো নির্মাণে নিজস্ব অর্থায়ন উৎস ও সম্ভাব্য পরিমাণ

উৎস	মুদ্রা: বৈদেশিক/ দেশীয়	৪ বছরে যে পরিমাণ সংগ্রহ/জোগান সম্ভব (কোটি টাকায়)
০১. বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ	বৈদেশিক	৪,২৭৫
০২. প্রবাসীদের (৮০ লক্ষ) প্রেরিত অর্থ	বৈদেশিক	
০৩. পেনশন ফান্ড	দেশজ	৩৪,৯০০
০৪. দেশজ ব্যাংক ব্যবস্থা	দেশজ	
০৫. দেশজ বীমা কোম্পানি	দেশজ	
০৬. প্রবাসে অবস্থানরত (স্থায়ী/ অস্থায়ী) বাংলাদেশিদের প্রবাসে সঞ্চিত অর্থের দেশে বিনিয়োগ	বৈদেশিক	৫,০০০
০৭. দেশের মধ্যে অপ্রদর্শিত আয়	দেশজ	৫,৫০০
০৮. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি: তুলনামূলক কম গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প এবং অব্যয়িত অংশ	দেশজ	১৬,০০০
০৯. তামাকজাত পণ্যের (সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, আলাপাতা) ওপর অতিরিক্ত কর	দেশজ	১,৮০০
১০. ব্যক্তিগত আয়কর (যাদের বছরে কমপক্ষে ১ কোটি টাকা আয়কর দেবার কথা, কিন্তু দেন না)	দেশজ	২৫,০০০

সারণি ১ চলমান...

	উৎস	মুদ্রাঃ বৈদেশিক/ দেশীয়	৪ বছরে যে পরিমাণ সংগ্রহ/জোগান সম্ভব (কোটি টাকায়)
১১.	কৃচ্ছ সাধন: বিদেশ ভ্রমণ নিয়ন্ত্রণ; রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে ব্যয় হ্রাস; বিলাসবহুল গাড়ি ক্রয় নিষিদ্ধ	দেশজ	১,০০০
১২.	লেভি/সারচার্জ/আইপিও	দেশজ	৫,৩০০
	মোট		**৯৮,৮২৫**

উৎস: ড. আবুল বারকাত, ১৯ জুলাই ২০১২, 'নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু: জাতীয় ঐক্য সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সুযোগ', পৃ. ৯ (বিস্তারিত দেখা যাবে সারণি ২, পৃ. ১২-১৭)

সারণি ২: পদ্মা সেতু নির্মাণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপাদান-উপকরণ কী লাগবে: কী আমার আছে, কী নেই, কোন মুদ্রা (দেশীয়-বৈদেশিক) কতটুকু প্রয়োজন হবে

ক্রম	ক্ষেত্রসমূহ	ফান্ডের উৎস		সিমেন্ট	বালি	পাথর	এসএস রড	এডমিক্সার	শ্রমশক্তি	
		দেশীয়	বৈদেশিক						দক্ষ	আধাদক্ষ
নদী শাসন, সংযোগ সড়ক, ভূমি										
০১.	ভূমি অধিগ্রহণ	১০০%								
০২.	নদী রক্ষা ও বাঁধ	১০০%								
০৩.	পুনর্বাসন	১০০%								
০৪.	সংযোগ সড়ক, ব্রিজ/কালভার্ট	১০০%								
মূল সেতু										
০৫.	শিট পাইলিং (সিটু পাইল)	২০%	৮০%							
০৬.	সিটু পাইল	৫০%	৫০%	স্থানীয়, তবে কাঁচামাল আমদানি	স্থানীয়	অংশত স্থানীয়, বড় অংশ আমদানি	স্থানীয়, তবে কাঁচামাল আমদানি	১০০% আমদানি	৫০% স্থানীয়, ৫০% বিদেশ	১০০% স্থানীয়
০৭.	পাইলিং যন্ত্রপাতি	৩০%	৭০%	স্থানীয়, তবে কাঁচামাল আমদানি	স্থানীয়	অংশত স্থানীয়, বড় অংশ আমদানি	স্থানীয়, তবে কাঁচামাল আমদানি	১০০% আমদানি	৫০% স্থানীয়, ৫০% বিদেশ	১০০% স্থানীয়

সারণি ২ চলমান...

ক্রম	ক্ষেত্রসমূহ	ফান্ডের উৎস		সিমেন্ট	বালি	পাথর	এসএস রড	এডমিক্সার	শ্রমশক্তি	
		দেশীয়	বৈদেশিক						দক্ষ	আধাদক্ষ
০৮.	পাইল ক্যাপ কাস্টিং/ পেডেসট্যালস/ভিত	৩০%	৭০%	স্থানীয়, তবে কাঁচামাল আমদানি	স্থানীয়	অংশত স্থানীয়, বড় অংশ আমদানি	স্থানীয় তবে কাঁচামাল আমদানি	১০০% আমদানি	৫০% স্থানীয়, ৫০% বিদেশ	১০০% স্থানীয়
০৯.	আরসিসি কলাম, পেডেসট্যালস, কলাম ক্যাপিট্যালস	৩০%	৭০%	স্থানীয়, তবে কাঁচামাল আমদানি	স্থানীয়	অংশত স্থানীয়, বড় অংশ আমদানি	স্থানীয়, তবে কাঁচামাল আমদানি	১০০% আমদানি	৫০% স্থানীয়, ৫০% বিদেশ	১০০% স্থানীয়
১০.	ক্যান্টিলিভার ব্রিজ, গ্রেডার, স্লাব ইত্যাদি	৩০%	৭০%	স্থানীয়, তবে কাঁচামাল আমদানি	স্থানীয়	অংশত স্থানীয়, বড় অংশ আমদানি	স্থানীয়, তবে কাঁচামাল আমদানি	১০০% আমদানি	৫০% স্থানীয়, ৫০% বিদেশ	১০০% স্থানীয়
১১.	প্রি-স্ট্রেস রড	-	১০০%							
১২.	রেইলিং	১০০%								
১৩.	স্টিল ফরমিং মেশিন-ক্যান্টিলিভার ব্রিজ কাস্টিং-এর জন্য, সকল আরসিসি কাজ অন্যান্য		১০০%							

সারণি ২ চলমান...

ক্রম	ক্ষেত্রসমূহ	ফান্ডের উৎস		সিমেন্ট	বালি	পাথর	এসএস রড	এডমিক্সার	শ্রমশক্তি	
		দেশীয়	বৈদেশিক						দক্ষ	আধাদক্ষ
অন্যান্য										
১৪.	ইলেকট্রিক পোস্ট, লাইন, তার ইত্যাদি	১০০%								
১৫.	ব্রিজের স্থাপত্য ডিজাইন-ড্রয়িং, রেল লাইন, সংযোগ সড়ক, ব্রিজ, নদী রক্ষা, বাঁধ, ইত্যাদি	স্থানীয় ও বিদেশি বিশেষজ্ঞরা ইতিমধ্যে সম্পন্ন করেছেন								
১৬.	রেললাইন, ব্যালাস্ট, নাটবল্টু, পাথর	৫০%	৫০%							
১৭.	পরামর্শক	দেশি ও বিদেশি								
১৮.	ঠিকাদার	দেশি ও বিদেশি								

উৎস: ড. আবুল বারকাত, ১৯ জুলাই ২০১২, 'নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু: জাতীয় ঐক্য সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সুযোগ', পৃ. ২৫-২৬

সারণি ৩: পদ্মা সেতুতে সম্ভাব্য যানবাহন চলাচল: সংখ্যা টোল, মোট আদায় (প্রথম বছরে প্রতিদিন)

যানবাহনের ধরণ	যানবাহনের সংখ্যা	ট্যারিফ (টাকা)	মোট আয় (লক্ষ টাকায়)
ট্রাক	৩,৩৮৯	১,৯৪৯	৬৬.০৫
বাস	২,৮১২	১,৫৮৩	২৮.৬৮
হাল্কা যান	১,৬৩৩	৮১২	১৩.২৬
মোট	**৭,৮৩৪**		**১০৭.৯৯**

উৎস: ড. আবুল বারকাত, ১৯ জুলাই ২০১২, 'নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু: জাতীয় ঐক্য সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সুযোগ', পৃ. ২৩

ছক ১: পদ্মা সেতু নির্মাণে অর্থ সংস্থান– দেশজ ও বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন ও আহরণ সম্ভাবনা (৪ বছরে, কোটি টাকায়)

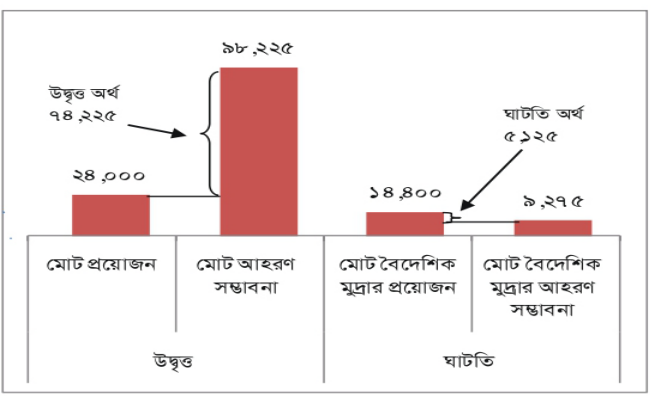

উৎস: ড. আবুল বারকাত, ১৯ জুলাই ২০১২, 'নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু: জাতীয় ঐক্য সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সুযোগ', পৃ. ২১

আমাদের শেষ কথা

২০১২ সালের ১৯ জুলাই অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত উত্থাপিত "নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু: জাতীয় ঐক্যের শ্রেষ্ঠ সুযোগ" শীর্ষক দীর্ঘ ও স্ব-ব্যাখ্যায়িত গবেষণা দলিলটি অর্থনীতি সমিতির জাতীয় সেমিনারের পরপরই দেশের সব পত্রপত্রিকাসহ গণমাধ্যমে জাতির জন্য আশাব্যঞ্জক এক বিষয় হিসেবে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয় (দেখুন, চিত্র ৫, ৬)। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, গবেষণা দলিলটি প্রকাশের পরপরই এ দেশের বুদ্ধিজীবী মহলের বেশ বড় অংশ একদিকে অধ্যাপক ড. আবুল বারকাতের "নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ" প্রস্তাবনা অবাস্তব-অলীক-আকাশকুসুম কল্পনা অভিহিত করে বর্জন করে—আর অন্যদিকে একই সাথে লাগাতার বলতেই থাকে—বিশ্বব্যাংকের অর্থায়ন ছাড়া পদ্মা সেতু নির্মাণ অসম্ভব। অধ্যাপক বারকাতের উপস্থাপিত তথ্য-উপাত্ত-বক্তব্যকে সর্বজনে পণ্ডিত বলে পরিচিত অধিকাংশ মানুষই পাগলের প্রলাপ, আকাশ-কুসুম কল্পনা আর ঘোরের মধ্যে স্বপ্নের ফানুস ওড়ানো বলে মন্তব্য করেছিলেন। এসবই এখন থেকে মাত্র ১০ বছর আগের কথা।

আমরা উদার ও মহান এক জাতির উত্তরাধিকারী, তাই সেইসব নীতিভ্রষ্ট মানুষকে ক্ষমা করে দিয়েছি। তবে নিশ্চয়ই চাইব—সেইসব নীতিভ্রষ্ট মানুষ যেন তাদের উত্তরাধিকারীদের তাদেরই মতো করে দরিদ্র ও সাধারণ মানুষের রক্ত পানি করা অর্থে দেওয়া করের টাকায় ভোগ-বিলাস ও ব্যসন-বিলাসে মত্ত থাকার অভিপ্রায় নিয়ে বড় না করেন। কারণ—মুক্তিযুদ্ধে আমরা ৩০ লক্ষ মানুষকে দৈত্যের কবলে হারাতে দেখেছি, ২ লক্ষ মা-বোনকে সম্ভ্রম হারাতে দেখেছি, ১৯৭৫-এ জাতির পিতাকে সপরিবারে নৃশংস খুন হতে দেখেছি। আবার আমরা এও দেখেছি—পদ্মার ওপর প্রথম সেতু হার্ডিঞ্জ ব্রিজের নির্মাণ প্রস্তাব করা হয় ১৮৮৯ সালে, ১৯০২ সালে সেতুর বিস্তারিত প্রকল্প প্রস্তুত হয়, ১৯০৮ সালে প্রধান প্রকৌশলী নিয়োগ হয়, আর ২৪ হাজার ৪০০ শ্রমিক ৫ বছর

স্রেফ ক্রীতদাসের মতো কাজ করে ১৯১৫ সালে সেতুর নির্মাণকাজ শেষ করেন। ৪ কোটি ৭৫ লাখ ৫০ হাজার ভারতীয় রুপিতে নির্মিত ওই সেতুর যাবতীয় পয়সা সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশদের ছিল না, ছিল বাংলার মানুষেরই। ১৮৮৯—২০২২ অর্থাৎ ১২৮ বছর পরও বাংলাদেশকে নিজস্ব অর্থে পদ্মার উপর আরেকটি পদ্মা সেতু করতে গিয়ে এমন হেনস্তা হতে হয়। আমাদের লজ্জিত হওয়া উচিত।

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি গভীরভাবে বিশ্বাস করে—মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী বাংলাদেশের মানুষ যেকোনো অসাধ্য সাধন করতে পারে। জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নে দরকার আপসহীন নেতৃত্ব এবং দেশের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা। পরিশেষে প্রত্যাশা রাখি—দেশের আপামর জনসাধারণসহ পদ্মা সেতুর বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগকে সত্যিকারভাবে যারা প্রেরণা দিয়েছিল, আর যারা পদ্মা সেতু নির্মাণের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংযুক্ত ছিলেন—তাদের সেবা-শ্রম ও দেশপ্রেমের প্রতি শ্রদ্ধাবনত থেকে দেশ উত্তরোত্তর এগিয়ে যাবে। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি সবসময় সকল ভালো কাজে সরকারকে সার্বিক সহায়তা প্রদান করবে, পাশে থাকবে এবং সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে।

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
কার্যনির্বাহক কমিটি ২০২২-২০২৩

সভাপতি	:	অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত
সহ-সভাপতি	:	অধ্যাপক হান্নানা বেগম অধ্যাপক ড. মোঃ আলমগীর হোসেন ভূঁইয়া অধ্যাপক ড. মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন খান মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান সরদার অধ্যাপক ড. মোঃ সাইদুর রহমান
সাধারণ সম্পাদক	:	অধ্যাপক ড. মোঃ আইনুল ইসলাম
কোষাধ্যক্ষ	:	এ জেড এম সালেহ্
যুগ্ম-সম্পাদক	:	বদরুল মুনির শেখ আলী আহমেদ টুটুল
সহ-সম্পাদক	:	পার্থ সারথী ঘোষ মনছুর এম. ওয়াই. চৌধুরী মোঃ জাহাঙ্গীর আলম সৈয়দ এসরারুল হক সোপেন মোঃ হাবিবুল ইসলাম
সদস্য	:	ড. মোঃ লিয়াকত হোসেন মোড়ল ড. জামালউদ্দিন আহমেদ *এফসিএ* অধ্যাপক ড. মোঃ জহিরুল ইসলাম সিকদার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সাদিকুন্নবী চৌধুরী অধ্যাপক শাহানারা বেগম অধ্যাপক ড. মোঃ মোরশেদ হোসেন অধ্যাপক ড. মোঃ শামিমুল ইসলাম মোঃ মোজাম্মেল হক শাহেদ আহমেদ মেহেরুননেছা খোরশেদুল আলম কাদেরী নেছার আহমেদ মোহাম্মদ আকবর কবীর মোঃ আখতারুজ্জামান খান

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি

৪/সি ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা

ফোন : ৮৮০-০২-২২২২৫৯৯৬

ই-মেইল : bea.dhaka@gmail.com

ওয়েবসাইট : www.bea-bd.org